গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও বিতরণ জোরদারকরণ কর্মসূচি

(Modernization of Seed Certification Tag and Strengthening Distribution Program)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১

কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭

১। প্রস্তাবিত কর্মসূচির নাম : বীজ **প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও বিতরণ জোরদারকরণ কর্মসূচি।**

(Modernization of Seed Certification Tag and Strengthening Distribution Program)

২। বাসত্মবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৪। প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাসত্মবায়নকাল : জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ পর্যমত্ম।

৫ । কর্মসূচীর ব্যয় : ০৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ।

৬। কর্মসূচীভুক্ত এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ

৭। কর্মসূচী পরিচালকঃ কৃষিবিদ মো: নাসির উদ্দীন , উপ-পরিচালক, মান নিয়ন্ত্রন, এসসিএ , গাজীপুর

৮। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতাঃ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে ফসল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে বীজ। আর ফলন বৃদ্ধির মূলে রয়েছে ভাল মানের প্রত্যায়িত বীজ। বীজ মানসম্পন্ন না হলে কোন ক্রমেই ভাল উৎপাদন আশা করা যায় না। শুধুমাত্র ভাল বা মানসম্মত প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন শতকরা ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য কৃষি নির্ভর আমাদের এ দেশে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করতে হবে যা বীজ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর স্বল্প জনবল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আওতায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে পরিমাণ প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদিত হয় তা থেকে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষক যাতে প্রতারিত না হয় সেজন্য বিক্রয়ের সময় বীজের প্যাকেটে প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্ত করা হয়। বর্তমানে যে প্রত্যয়ন ট্যাগ ব্যবহার করা হয় তা বিজি প্রেস থেকে মুদ্রিত ক্রমিক নম্বরবিহীন এবং নিরাপত্তা চিহ্নহীন যা সহজে জালিয়াতির মাধ্যমে অসৎচক্র ছাপিয়ে কোন কোন সময় নিম্নমানের বীজের প্যাকেটে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। এতে চাষীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং প্রত্যয়ন ট্যাগযুক্ত বীজের প্যাকেটের উপর তারা আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। ফলে ভাল মানের বীজ প্রাপ্তি তথা

অধিক ফলন হতে চাষী বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া বীজ পরিবহনের সময় সাধারণ মানের কাগজের তৈরী প্রত্যয়ন ট্যাগ অনেক সময় হারিয়ে/বিচ্ছিন্ন বা ছিড়ে যায় এবং সামান্য বৃষ্টি/পানিতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে বীজ ডিলার ও ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। তাই সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজের মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজের প্যাকেটে সংযুক্তির জন্য প্রত্যয়ন ট্যাগের মান আধুনিকায়ন ও বিতরণ সংক্রামন্ত অত্র কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

উলেস্নখ্য যে, ১৯৯৬-২০০০ সন পর্যন্ত ০৪ বৎসর মেয়াদী ''বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী শক্তিশালীকরণ প্রকল্প'' নেয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে ২০১২-২০১৫ পর্যমন্ত ০৩ বৎসর মেয়াদী ''বীজমান উন্নয়নে মাঠ প্রত্যয়ন কার্যক্রম আধুনিকায়ন ও জোরদারকরণ কর্মসূচি'' চলমান ছিল। উক্ত প্রকল্পদ্বয়ে বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়ন জোরদারকরণ, জাত পরীক্ষা ও বীজ পরীক্ষা কার্য্যক্রম বৃদ্ধি পেলেও প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও সময়মত বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ফলে অনেক সময় প্রত্যয়ন ট্যাগ নকল করে অসৎচক্র নিম্নমানের বীজ বাজারজাত করছে। এমতাবস্থায় এ কর্মসূচী চালু করা হলে এর সুফল চাষী ও বীজ উৎপাদনকারী তথা সকলেই উপকৃত হবেন।

<u>কর্মসূচীর উদ্দেশ্যঃ</u>

1. ধান, পাট, গম ও আলু বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগের মান আধুনিকায়ন।
2. প্রত্যয়নকৃত বীজের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সময়ে প্রত্যয়ন ট্যাগ মুদ্রণ।
3. প্রত্যয়ন ট্যাগসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষন এবং মাঠ পর্যায়ে সময়মত বিতরনের ব্যবস্থাকরণ।
4. দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে উন্নতমানের বীজ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বীজের প্যাকেটে প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্তি কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করা।
5. স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বা আমদানিকৃত নিম্নমানের বীজ ব্যবহারে চাষীদেরকে প্রতারিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা।
6. সরকারী, বেসরকারী/এনজিও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং বীজ ডিলার/বীজ উৎপাদকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মান সম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বীজের প্যাকেটে প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্তির কর্মকান্ড শক্তিশালী করা।

যৌক্তিকতাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি। কৃষি নির্ভর এই দেশের খাদ্য, পুষ্টি চাহিদা ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্ত উন্নতমানের প্রত্যায়িত (Certified) বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। নিম্নে প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও বিতরণ কর্মসূচীর যৌক্তিকতা উলেস্নখ করা হলো।

1. **প্রত্যায়িত বীজের সরবরাহ বৃদ্ধিঃ** কর্মসূচীর মাধ্যমে সময়মত ও চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্ত প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হলে ফসলের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

2. **প্রত্যায়িত বীজের চাহিদা পূরণঃ** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রত্যায়িত বীজের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদিত প্রত্যায়িত বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্তির কর্মকান্ড আরও উন্নত এবং সুসংহত করা প্রয়োজন।

3. **বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ঃ** বিভিন্ন উৎপাদন মৌসুমে প্রত্যায়িত বীজের সরবরাহ বা প্রাপ্যতা সহজলভ্য করতে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ফসলের ইনব্রিড ও হাইব্রিড বীজ আমদানি করতে হয়। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রত্যায়িত বীজের প্যাকেটে প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্তির কর্মকান্ডকে আরও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ প্রত্যায়িত বীজ সরবরাহ করা হলে বিদেশ থেকে বীজ আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাবে। ফলে একই সাথে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

4. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** দেশে বীজ উৎপাদন, বীজ পকিয়াজাতকরণ, বীজ সংরক্ষণ তথা বীজ ব্যবসায় ও বীজ শিল্পের সাথে এক বিশাল জন গোষ্ঠী জড়িত বিধায় কৃষি ও কৃষকের সাথে প্রত্যায়িত বীজ খাতের উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। এতে কৃষির উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে প্রধান কৃষি উপকরণ বীজের মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যয়ন ট্যাগ আধুনিকায়ন ও বিতরণ কর্মসূচী যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে।

5. **মহিলাদের উন্নয়নঃ** দেশে বীজ উৎপাদনের শুরম্ন হতে প্রক্রিয়াজতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিশেষকরে বীজের প্যাকেটে ট্যাগ সংযোজনে বহু সংখ্যক মহিলা শ্রমিকের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও

বৃদ্ধি পাবে। ফলে গরীব ও দুস্থ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

6. **মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মাত্রার সাথে প্রস্তাবিত কর্মসূচির সংশ্লিষ্টতা :** জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩ অনুযায়ী উন্নত মানের প্রত্যয়িত বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকের মাঝে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। প্রসত্মাবিত কর্মসূচি মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মাত্রার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭। প্রস্তাবিত কর্মসূচির আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ (Activities) এবং কার্যক্রমসমূহের সম্ভাব্য ফলাফল (Out put)/ প্রভাব (Out come) :

কার্যক্রম	ফলাফল (Output)/প্রভাব (Out come)
১। বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগের মান উন্নয়ন ও মুদ্রন	বীজ ডিলার/উৎপাদকগণের উৎপাদিত নোটিফাইড ফসলের মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের মান প্রত্যয়নের নিশ্চয়তা বিধান হবে। ফলে চাষী পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।
২। প্রত্যয়ন ট্যাগ সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার জোরদারকরণ	বিক্রয় মৌসুম শুরম্নর আগেই বিভিন্ন ফসলের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রত্যয়ন ট্যাগ সংরক্ষণ করা যাবে এবং বীজ উৎপাদকগণের চাহিদা মোতাবেক প্রত্যয়ন ট্যাগ সমূহ সীল মারা/পূরণ করে সময়মত বিতরণ করা সম্ভব হবে।
৩। বীজ ডিলার/উৎপাদনকারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান	বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগের গুরত্ব সম্পর্কে এবং ট্যাগসমূহ সঠিকভাবে প্যাকেটে/বস্তায় সংযুক্তির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে চাষী পর্যায়ে প্রত্যয়ন ট্যাগ সংযুক্ত

	মান সম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।
৪। ওয়ার্কশপ/সেমিনার	বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ মূদ্রণ, বিতরণ ও প্যাকেটে সংযুক্তি বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা যাবে ।
৫। যন্ত্রপাতি ও যানবাহন সংগ্রহ	প্রত্যয়ন ট্যাগ দ্রুত গননা, ট্যাগে সীল মারা (পূরণ করা) দ্রুত পরিবহন ইত্যাদি কার্যক্রম সঠিক সময়ে করা যাবে। তাতে প্রত্যায়িত বা মানসম্পন্ন বীজ বাজারজাতকরণ পর্যায়ে সময়মত মান সম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং দেশে খাদ্য নিরাপত্তা মিশ্চিতকরণে ভুমিকা রাখবে।

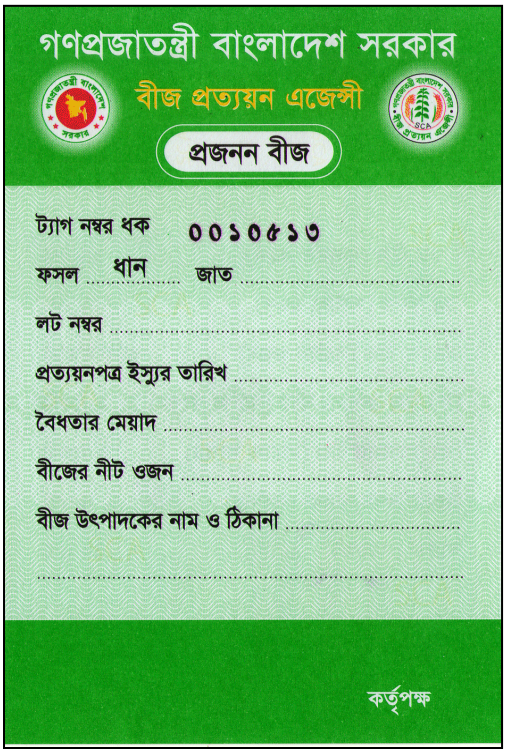

নতুন প্রজনন বীজের ট্যাগ

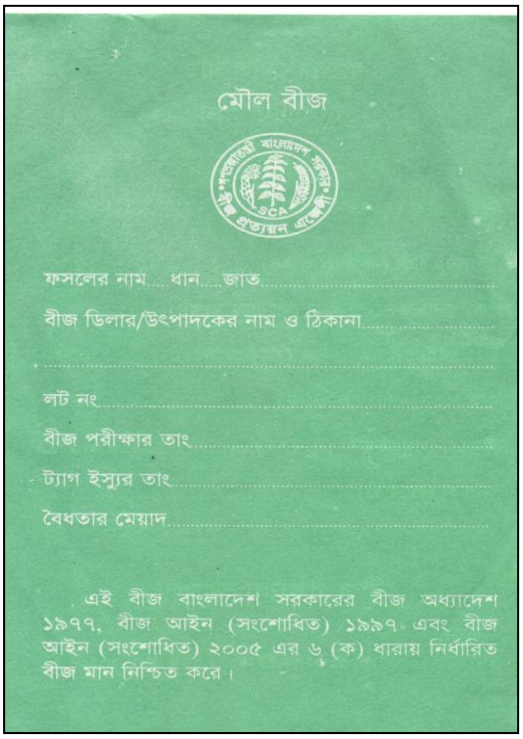

পুরাতন প্রজনন বীজের ট্যাগ

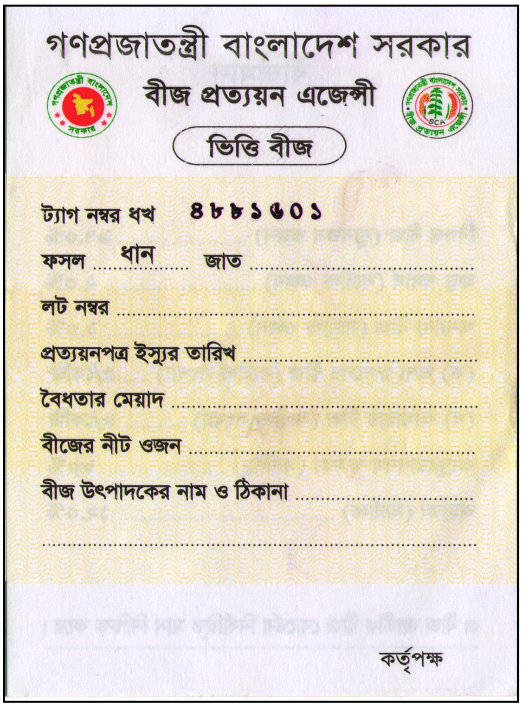

নতুন ভিত্তি বীজের ট্যাগ

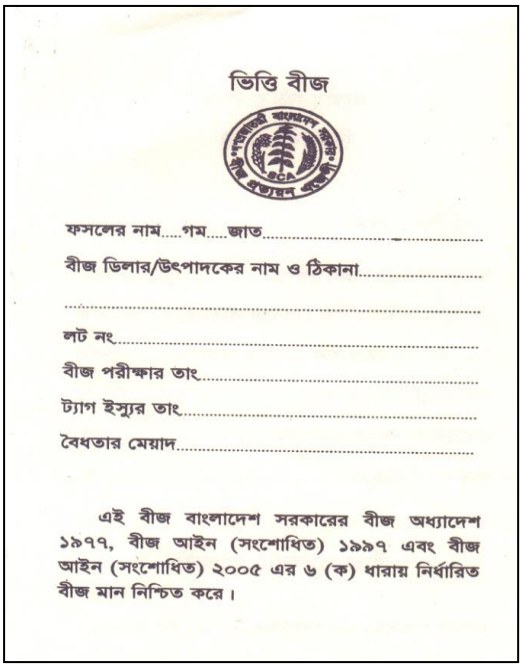

পুরাতন ভিত্তি বীজের ট্যাগ

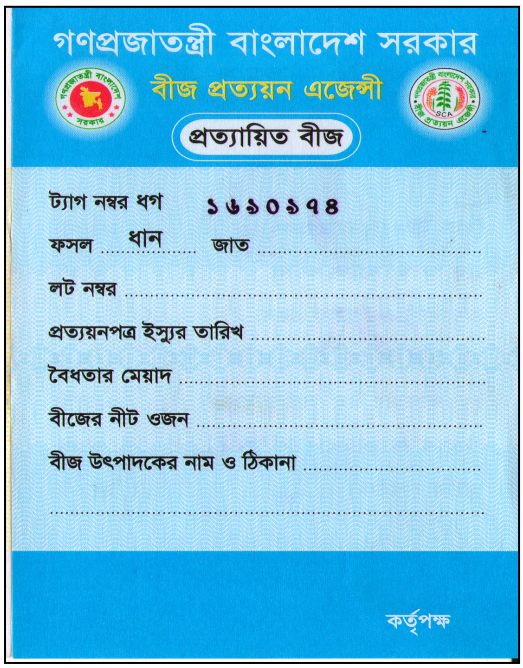

নতুন প্রত্যায়িত বীজের ট্যাগ

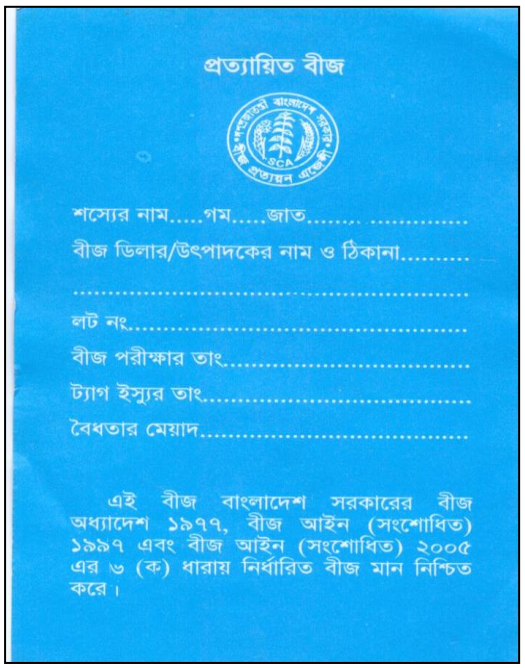

পুরাতন প্রত্যায়িত বীজের ট্যাগ

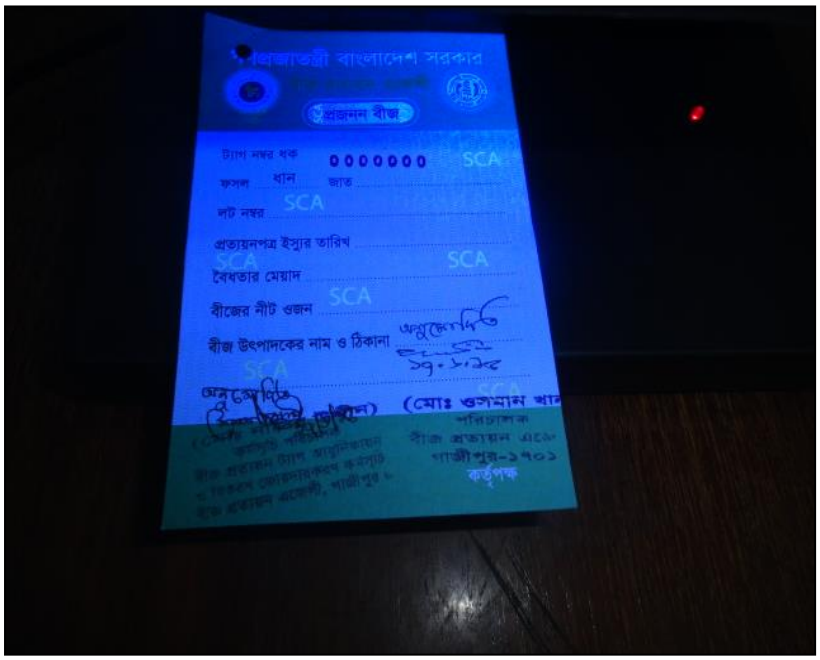

আল্ট্রা ভায়লেট লাইটে নতুন ট্যাগ

<u>নতুন ট্যাগের বৈশিষ্ট্য :</u>

১) প্রতিটি ট্যাগে ফ্রন্টে ০৬ (ছয়)রং এবং অপর পৃষ্ঠায় ০১ (এক) রং থাকবে।
২) নিরাপত্তা কালিতে SCA লেখাটি ট্যাগের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রিত থাকবে যা UV লাইট ব্যাতিত খালি চোখে দেখা যাবেনা ।
৩) ক্রমিক নম্বর মুদ্রিত থাকবে পেনিট্রেটিং কালি ব্যবহার করে ।

<u>মোট ট্যাগ ছাপানো :</u>

কর্মসূচীর অধীনে ০৩ বছরে মোট ট্যাগ ছাপানো হবে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ (প্রায়) ।